R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ - জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং - 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা - স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই চৈত্র ১৪২০
২রা এপ্রিল, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

ঘটনাটা কতটা গ্রহণযোগ্য সরকারী তদন্ত হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান ও ফরাক্কার মাঝামাঝি আঁকুড়া পালপাড়ার বাসিন্দা সুশান্ত মন্ডল মাধ্যমিক পাশ করার পর বহরমপুর সৈনিক রিক্রুটমেন্ট অফিসে চাকরির জন্য ধর্ণা দেন। সেখানে দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি শারীরিক কর্মকুশলতায় এবং লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন সুশান্ত। এর কিছু পর ট্রেনিং-এ যাবার কাগজপত্রসহ এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যান। ঐ দিন খুশির মেজাজে অফিস চত্বর পার হতেই কয়েকজন যুবকের খপ্পরে পড়েন তিনি। ওরা সুশান্তকে একটা গাড়ীতে তুলে নিয়ে শহরের বাইরে নির্জন জায়গায় গাড়ী থামায়। সেখানে সুশান্তর কাছ থেকে যাবতীয় কাগজপত্র কেড়ে নেয়। সৈনিক বোর্ডের চাকরী পেতে হলে ওদের তিন লক্ষ টাকা দিতে হবে বলে জানায়। দুঃস্থ পরিবারের ছেলে সুশান্ত। তার বাবা ও দাদা আঁকুড়ায় টাল তৈরীর কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে কোন রকমে সংসার চালান। চাকরীটা (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজের বেনিয়ম রুখতে গভঃ বডির তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর কলেজে পয়সার হরির লুঠ আজও চলছে। অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল আবু.এল.শুকরানা মন্ডল নিজের অপকর্ম চাপা দিতে কয়েকজনকে সাগরেদ করেছিলেন। তাদের মধ্যে এ্যাকাউনটেন্ট সুমিত চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিল্বদল চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য। এদের ছেলেদের ক্যাজুয়াল কর্মীর দায়িত্ব দেন প্রিন্সিপ্যাল। কলেজ থেকে অবসর নিয়েও কেউ কেউ ক্যাজুয়াল কাজ করছেন। কে কতটা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ মাথা (শেষ পাতায়)

রঘুনাথগঞ্জে থমকে গেল বিবেক কুঞ্জের স্বপ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জে নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের একটি দন্ডায়মান মূর্তি শহরে স্থাপিত হলেও ঐ এলাকায় শিশু উদ্যান ও মঞ্চ তৈরীর কাজে বাধ সাধলেন পার্শ্ববর্তী পুকুরের মালিক পল্লব চ্যাটার্জী। তাঁর বক্তব্য নাকি, (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরের মানুষের কাছে সুখবর নিশ্চয়

নিজস্ব সংবাদদাতা:জঙ্গিপুর হাসপাতাল চত্বরে এল. এন্ড. টি.কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ছ'তলা বিল্ডিং তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এক লক্ষ স্কোয়ার ফুটের ঘর তৈরী হবে। সেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা সি.টি. স্ক্যান, এন.জি.ও. গ্রাম, ইকো ইত্যাদি ছাড়া অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা চলবে সব সময়ের জন্য। প্রাইভেট সেক্টরের দায়িত্বে প্রতিষ্ঠানটি চলবে। এলাকার মানুষকে হুটহাট বাইরে ছুটতে হবে না বলে আশা করা যায়। সাম্প্রতিক খরচ আপাতত ২৪০ কোটি টাকা বলে খবর।

সম্মানিত নাট্যম বলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা: এ বছর বহুরূপী নাট্যসংস্থা প্রদত্ত 'কুমার রায় স্মারক স্মৃতি সম্মান' পেয়েছে স্থানীয় নাট্যাভিনয়ের দল - এই আনন্দ সংবাদ জানাতে রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রভবনে একটি অনুষ্ঠান করা হয়।

প্রথমে অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু পাল চৌধুরীর একক সঙ্গীতে নানা আঙ্গিকের গান পরিবেশিত হয় প্রায় এক ঘন্টা। মাঝে তরুণ চৌবে কর্তৃক (শেষ পাতায়)

কর্মীসভায় বহু কংগ্রেস সিপিএমের দলবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের তেঘরীতে খামরা ভাবকী হাই স্কুলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা হয়ে গেল ২৩ মার্চ। সেখানে স্থানীয় নেতা সেখ মহঃ ফুরকান, তাঞ্জিলুর রহমান, প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৪২০

ততঃ কিম্ ?

রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু প্রশাসন বিষয়ে সময় সময় ইতিবাচক ঢক্কানিনাদ যখন শ্রুত হয়, তখন রাজ্যবাসী স্বস্তি বোধ করেন এই ভাবিয়া যে তাঁহাদের মস্তকোপরি বট-বৃক্ষের এক বিশাল স্নিগ্ধচ্ছায়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহা কল্পনার জাল বুনন ছাড়া আর কিছু নহে ; কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্নতর। জনজীবনে এক অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি থাকিয়াই যায়। নিরাপত্তা নানাভাবে বিঘ্নিত। প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়, 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। কখন যে কে বা কাহারা গ্রামছাড়া, পাড়াছাড়া হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই। কোথাও কোন খুন হইলে মৃত জীবদেহের উপর যেমন গৃধ্রাদি ঝাঁপাইয়া পড়ে, তদ্রূপ রাজনৈতিক দল সমূহ সেই মৃত ব্যক্তি তাহাদের দলের সমর্থক বলিয়া সোচ্চার হইয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি (প্রকৃত অর্থে নহে, বনধ্-মিছিল) - ক্রিয়া সম্পাদনে তৎপর হইয়া উঠে। মরিয়া প্রমাণ করা যায় আপন গুরুত্ব।

আজকাল পশ্চিমবঙ্গে পথে-দোকানে-ব্যাঙ্কে-বাড়ীতে-ট্রেনে-বাসে ডাকাতির রমরমা বাজার। প্রায় দিনই ইহা ঘটিয়া চলিতেছে। পথে চলমান ট্যাক্সি বা এ্যামবাসাডারের আরোহীদিগের উপর স্কুটারারোহী অথবা অন্য কোনও এ্যামবাসাডারের আরোহীরা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া টাকা -পয়সা ছিনতাই করিতেছে ; দোকানে প্রবেশ করিয়া কোথাও টাকা, কোথাও টাকা-গহনার থলি পূর্ণ করিতেছে ; ব্যাঙ্কে পিস্তল উঁচাইয়া লক্ষাধিক টাকা লইয়া দুষ্কৃতীরা চম্পট দিতেছে; বাড়ীতে হানা দিয়া খুন জখম করিয়া টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া যাইতেছে ; সুযোগ বুঝিয়া ধর্ষণও করিতেছে। ট্রেনে-বাসে সাধারণ যাত্রী সাজিয়া সুযোগমত যাত্রীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছে। প্রয়োজনে খুন-জখমও করা হইতেছে।

রাজ্যে প্রশাসনিক দৃঢ়তা যেন ক্রমশিথিল হইতেছে। শান্তিরক্ষক স্বকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। পরিতাপের বিষয়, শাসকপক্ষ তাহা স্বীকার করিতে অথবা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তেমন উদ্যোগী হয় না। আবার অধিকাংশ খুন বা ডাকাতি সম্বন্ধে তেমন উচ্চবাচ্য হয় না। জনজীবন কতটা বিপন্ন, ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। তথাপি শুনিতে হয় যে, শান্তিশৃঙ্খলা এই রাজ্যে ঠিক আছে। ট্রেনে - বাসে জীবন বিপন্ন, গৃহস্থ স্বগৃহে বিপন্ন, দোকান - ব্যাঙ্ক বিপন্ন, অর্থভারপ্রাপ্ত সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী বিপন্ন। অতঃপর কি নানা কর্মব্যপদেশে ট্রেন ও বাসে যাতায়াত বন্ধ করিতে হইবে ?

।। চিঠি পত্র ।।

মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব

জঙ্গীপুরের বিজেপি প্রার্থী সম্রাট ঘোষকে বলছি –

শ্রদ্ধেয় মহাশয় –

আপনি দৈনিক পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমদ্বারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বিহারের লালুপ্রসাদ যাদব দীর্ঘদিন বিহার শাসন করেছেন। তেমনি উত্তর প্রদেশের মুলায়ম সিং যাদব ও তস্য পুত্র অখিলেশ প্রসাদ যাদব বর্তমানে উত্তর প্রদেশ চালাচ্ছেন। এখানে আপনাকে প্রশ্ন করি – আপনি উক্ত রাজ্যদ্বয়ের যাদব মুখ্যমন্ত্রীদের রাজনৈতিক রসায়ন অবগত আছেন তো ? দ্বিতীয়তঃ জঙ্গীপুর এলাকার চাঁই ও যাদবসহ অন্য অনগ্রসর মানুষ কমবেশী ৯০% শতাংশ। আমার মনে হয় বিহার ও উত্তর প্রদেশের মত রাজনৈতিক রসায়ন জঙ্গীপুর অঞ্চলে প্রয়োগ করলে ভোটযুদ্ধে আপনার জয়লাভ কেউ আঁটকাতে পারবে না। তৃতীয়তঃ আমার চোখে একটা অতি কঠোর কঠিন বাস্তব পরিস্থিতি ধরা পড়েছে। তাইতো দেখি সম্ভবত ১৯৬৩ / ৬৪ সালের দিকে - সুতির গাঙ্গীন গ্রামে বিখ্যাত যোদ্ধা নুরা ঘোষ সহ ৭ জন যাদব নিহত হন। এই হত্যার মূলে কিন্তু কৃষকের জমির ফসল লুঠ। গরু মোষ দিয়ে চড়িয়ে দেওয়া। আহিরণে কিছু যাদব কৃষি জমিকে গোচারণ ক্ষেত্র বানিয়েছে ; একই কারণে দ্বীপচরের চাঁইদের সঙ্গে কাবিলপুরের যাদবদের সংঘর্ষ ; স্থানীয় সেকেন্দ্রা গ্রামের ঘোষেদের চর পিরোজপুরের ফসল লুঠ ও নিজের বোমে মার্ডার ; খুব কাছে আইলের উপর গ্রামের জনৈক চাঁই মণ্ডল হত্যা ইত্যাদি ঘটনা খুবই হতাশাজনক, দুর্ভাগ্যজনক ও অনুশোচনা মূলক। আপনি পাশ করলে ঐ সব অঞ্চলের জমির ফসল লুঠ বন্ধ হবে তো ? তাই বলছি আসুন স্থানীয় চাঁই ধানুক মাহিষ্য যাদব প্রভৃতি অনুন্নত অবহেলিত মানুষদের নিয়ে একটা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস প্ল্যাটফর্ম তৈরী করি যাতে আপনিই আমাদের পথ দেখাবেন।

তুলসীচরণ মণ্ডল, ধনপতনগর, জঙ্গীপুর

(২)

এই বসন্তে

জঙ্গিপুরের এসডিও অফিস চত্বরে রিক্রিয়েশন ক্লাবের স্টেজের এক কোণে সম্প্রতি একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। নিরপরাধ 'নাককাটি' ফুলের গাছটা খুন হল। এই শহরের অসংখ্য মানুষের প্রিয় ঐ নাককাটি ফুল। চৈত্র-বৈশাখে নাককাটির বাসন্তী–রঙা ফুলের মালা গেঁথে হাতে-গলায় জড়িয়ে রাখা ছেলেমেয়েদের গত বসন্তেও দেখেছি। রঘুনাথগঞ্জের যে সব বৃদ্ধ এখন প্রবাসে বা বিদেশে তারাও তাদের কিশোরকালে দেখা ঐ নাককাটি ফুলের কথা ভোলেননি। স্মৃতি রোমন্থনে ঐ ফুল তাদের মনে প্রতি বসন্তে ফুটে ওঠে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কুঠিবাড়ির সাহেবদের লাগানো গাছগুলো একে একে কাটা পড়ছে। খোদ মহকুমাশাসক কিংবা মুন্সেফবাবুদের অফিস চত্বরেই। ইতিমধ্যেই কেটে ফেলা হয়েছে 'গন্ধবট'। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় বৃটিশ আমলের সুগন্ধি ফুলের গাছটার ঐ নামকরণ করেছিলেন। এসডিও কোর্টের প্রাচীন 'এরোপ্লেন ফুলের' গাছটাও কাটা পড়েছে। মস্ত উঁচু ঐ গাছের ডাল থেকে বোঁটা ছেড়ে সাদা ফুলগুলো ঝরে পড়ার সময় ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে এসে নামত। দেওয়ানি আদালতের প্রায় দ্বিশত বছরের পুরনো কামিনী গাছটারও অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে।

এসব হত্যাকান্ডের কোনো তদন্ত হয়নি। সদ্য বিগত নাককাটি ফুলগাছটার মৃত্যু নিয়েও তদন্ত হবে না। এখন শুধু ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করে থাকা – কবে ঐ এসডিও কোর্টের পাঁচিলের ধারে আদ্যিকাল থেকে আজও দাঁড়িয়ে থাকা নীলরঙের ফুল – ফোটানো গাছটা কিংবা মুচকুন্দ ফুলের গাছটা কাটা পড়বে! কবে কাটা পড়বে দেওয়ানি আদালতের অতি বৃদ্ধ কাঠমল্লিকা ফুলের গাছটা !

আশিস রায়

২৫ মার্চ'১৪ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,জঙ্গিপুর কলেজ

ইতিহাসের পাতা থেকে :

মিঠিপুরের এক সামাজিক উদ্যোগ

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

গত শতকের প্রথম দুই দশক এই রাজ্য দেখেছে ম্যালেরিয়া কত মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আবার তার পাশাপাশি এও দেখেছে সে রোগের প্রতিরোধে জন্যউদ্যোগ। সে সময় কলকাতায় গড়ে উঠেছিল 'কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি'। সেই সমিতির তত্ত্বাবধানে বাংলার বিভিন্ন জেলার গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছিল গ্রাম্য সমিতির শাখা। সেই শাখাগুলি যদিও কাজ করত স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে। আর তাদের সেইসব কাজের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হত কেন্দ্রীয় সমিতির মুখপত্র 'সোনার বাংলা' পত্রিকায়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতির সম্পাদক তথা প্রাণপুরুষ ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল। পরবর্তী সময়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের বাবা চিত্তসুখ সান্যাল পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি ও সোনার বাংলা পত্রিকার বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটুকু তুলে ধরতে হল প্রেক্ষাপটটি নির্মাণের জন্য। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের আশ্বিন, ১৩৩১ সংখ্যায় জঙ্গিপুর মহকুমার মিঠিপুর গ্রামের গ্রাম্য সমিতির কাজের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রতিবেদনে জানা যায় যে, ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে ডাঃ চন্ডিচরণ রায়ের উদ্যোগে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সাল পর্যন্ত এর কাজকর্ম কেবলমাত্র মিঠিপুর গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ১৯২৩ সাল থেকে পানানগর, চামাপাড়া, মুকুন্দপুর, রাধানগর, নবকান্তপুর, সেকেন্দ্রা, লালখানদিয়ার, সোনাপুর, লবণচোয়া, দস্তামারা, ইমামনগর প্রভৃতি গ্রামে সমিতির কাজ প্রসারিত হয়। এই গ্রামগুলি সে সময় মিঠিপুর ১নং

(শেষ পাতায়)

বিয়ে দেওয়ার আগে জেনে নেওয়া ভালো

সুজিত ধর

আমরা ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিলে কি পাশ, বংশ কেমন, চাকরী করে ? কেননা বর্তমান যুগে প্রকৃত স্বাবলম্বী হওয়ার অর্থ ডবল ইনকাম। আর স্বামী-স্ত্রী দূরে থাকলেও অসুবিধে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ঠিকুজি কুষ্ঠি না দেখে, ব্লাড গ্রুপ জানলে বিবাহিত জীবন অনেক সুখের হয়। নারী পুরুষের চলার পথ বিবাহের মাধ্যমে। কিন্তু এই চলার সঙ্গী হবার জন্য চাই শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি। এই সুন্দর যাত্রাপথে হবু বর-কনের দরকার প্রিম্যারিটাল কাউন্সেলিং, যার মাধ্যমে জীবনের যাত্রাপথ সুন্দর করতে পারে, না হলে জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্পর্ক সমস্ত বেড়াজাল ভেঙ্গে ডিভোর্সের দিকে এগিয়ে যায়। কাউন্সেলিং এর সাথে মেনস্টুরেশন, শারীরিক সক্ষমতা, হরমোন প্রবলেম, সুগার, ব্লাড গ্রুপ দেখে যদি শারীরিক সমস্যা থাকে তবে বিভিন্ন টেস্ট করিয়ে সুস্থ দাম্পত্য জীবন ধারণ করতে পারেন। অবশ্যই সিমেন ও ডিম্বাশয়ের টেস্ট করে জানা যায় সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারবে কিনা। সিফিলিস, হেপাটাইটিস কি বর্তমানে এডসের বাড়বাড়ন্ত। থ্যালাসেমিয়া রোগটি একজনের থাকলে অসুবিধে নেই। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুইজনের থাকলে অসুস্থ বাচ্চা জন্মানোর প্রবণতা বেশী। রক্তের ফ্যাক্টর সম্পর্কে অবশ্যই জানা দরকার, না হলে প্রথমবার সন্তান ধারণের পর দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে ইঞ্জেকসন অবশ্যই জরুরী। নতুবা দুজন মাইনাস গ্রুপ থাকলে সন্তানের অসুবিধা হয়। তাছাড়া থাইরয়েড অনেক সময় প্রেগনেন্সীর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সবশেষে রোগ বাদ দিলেও সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও ম্যারিটাল কাউন্সেলিং করা দরকার। কারণ বিয়ের আগে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দুই বাড়ির লোকজন আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি ব্যাপারে, লাভ ম্যারেজ বা এ্যারেঞ্জড ম্যারেজ দুজনের ক্ষেত্রেই। তাই সুখী দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনে প্রিম্যারিটাল কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

ইতিহাসের ..... (২ পাতার পর)

ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ছিল। প্রতিবেদনে গ্রামগুলির সাধারণ বিবরণী হিসাবে মন্তব্য করা হয় – "এতদ্দেশে শিক্ষার সমূহ অভাব, উচ্চ শিক্ষার অভাবে স্বার্থবিষে জনসাধারণ জর্জরিত, সভাসমিতির নামে এ দেশের লোক ভয় পায়, এর কারণ কর্মীর খুব অভাব।"

তারই মধ্যে চন্ডিবাবুর উদ্যোগে স্কুল কলেজের ছাত্ররা গ্রামে কুইনাইন বিতরণ করে রোগ প্রতিরোধ করার কাজ পরিচালনা করেন। চন্ডিবাবু প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে – "সম্পাদক চন্ডিবাবু খুব সৎসাহসী উপযুক্ত কর্মী, নানা অসুবিধার ভিতর ভদ্রলোক অচল, অটল। প্রতিজ্ঞা মন্ত্রের সাধন নয় শরীর পতন। কিন্তু হায়! অতি দুঃখের বিষয় যে চন্ডিবাবুর আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয়।"

চন্ডিবাবু ছিলেন গ্রামীণ চিকিৎসক – এলোপেথিক ও হোমিওপ্যাথিক দুই পদ্ধতিতেই তিনি চিকিৎসা করতেন। তার আয় খুবই সামান্য। তাই সমিতির কাজের জন্য তিনি ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

১৯২৫ সালে ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে মিঠিপুরে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন স্থানীয় স্তরের শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পর আলোকচিত্রের দ্বারা রোগের উৎপত্তি ও পরিণাম দেখানো হয়। চন্ডিবাবু একসময় জঙ্গিপুরে থাকতেন। তবে ১৯২৪ সালে নিজের মোটা আয় ত্যাগ করে মিঠিপুর গ্রামে ডিসপেনসারি স্থানান্তরিত করেন। এরপরে মিঠিপুর গ্রামে ডোবা জঙ্গল খাল বিল পরিষ্কার করে গ্রামের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯২৬ সালে গ্রামগুলির পুকুরে কেরোসিন প্রয়োগ করা হয়।

ঐ বছরই 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় এই প্রতিবেদনটি রচনা করে পাঠিয়েছিলেন ভগবতীচরণ সিংহ রায়। 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় এর পরবর্তী সময়ে মিঠিপুর গ্রাম্য সমিতি নিয়ে আর কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল কি না তা জানা নেই। তবে আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে যে জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। সেই আন্দোলনের উত্তরসূরীদের স্মৃতি থেকে যদি নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় তবে তা আজকের এই আত্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার মানুষের কাছে একটু অন্য ধরনের দৃষ্টান্ত তৈরী করবে।

টুক্‌লি-দাওয়াই

শীলভদ্র সান্যাল

তোরা তো সব পাশ ক'রে যাস বাঁধাবুলির তোতা
আর আমি কাজ হাসিল করি দিব্যি ক'রে চোখা
প'ড়ে তো পাশ সবাই করে। কিসের তাতে বড়াই ?
হুঁ – হুঁ বাবা! ক্রেডিট্ আছে না প'ড়ে পাশ করায়!
ঘ্যান্-ঘ্যান্ কী পড়িস এত ? সবাই বোকার হদ্দ!
বইয়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে একেকটা সব গর্দভ।
'ভাল ছেলে' -র তক্‌মা জোটাস দিন-রাত্তির প'ড়ে
আমি তখন আখের গোছাই মাইক্রোজেরক্স ক'রে
টেনসনে মুখ শুকনো তোদের, কলি চোখের পাতে
দিব্যি আমি উৎরিয়ে যাই প্রতি পরীক্ষাতে।

থাক্ – থাক্ আর নড়াসনে মুখ, আহ্লাদে আটখানা !
বলবি কি আর, তোর কেরামত সবার আছে জানা।
চোখা ক'রে হাত পাকালি তাই তো মনে হয়, –
পাঠশালাতেও তুই ছিঁড়েছিস বর্ণ পরিচয়!
পড়ছে মনে ? তেস্‌রা বছর টুকতে গিয়ে শেষে
স্যারের – হাতে ধরা প'ড়ে গিয়েছিলি ফেঁসে ?
তারপরে তোর মস্তানিতে হেডমাস্টার বিশী
দরজাখানা দেখিয়ে তোকে দিয়েছিলেন টিসি।
দেখব এবার, পরীক্ষাতে কীভাবে পাশ দিবি
কেন্দ্রে এবার হচ্ছে চালু ক্লোজড্ সার্কিট টিভি।।

সস্তায় সুন্দর ডজাইনের বিয়ের কার্ড একমাত্র আমরাই দিতে পারি
বাজার দেখে কিনুন
বিউ কার্ডস ফেয়ার
দাদাঠাকুর প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ , মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৯৩-২৬৬২২৮ * মোঃ-৮৪৩৬৩৩০৯০৭

কেবল চুরি তাই ফোন বিকল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে টেলিফোন অফিসের কাছে প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকা মূল্যের কয়েল মাটি খুঁড়ে দুষ্কৃতিরা চুরি করে নেয়ায় কয়েকদিন ধরে সমস্ত ল্যান্ডফোন 'ডেড' হয়ে আছে। একে ভুয়ো বিল, টাকা পেইড করা থাকলেও ফোন পরিষেবা বন্ধ করে রাখা, রিসিভার জমা দিয়ে লাইন হাতিল করলেও বিল চলে আসা ভারত সঞ্চার নিগমে অপদার্থতায় পরিষেবা অজ একদম তলানিতে। তার ওপর এই চুরি গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

সরকারী তদন্ত হোক ..... (১ পাতার পর)

হাতছাড়া হওয়ায় সহজ সরল সুশান্ত দিশেহারা হয়ে পড়েন। শেষে দালাল চক্রের তৎপরতায় সুশান্ত বিয়ে করতে বাধ্য হন। কন্যাপক্ষের কাছ থেকে পণ বাবদ পাওয়া তিন লক্ষ নগদ টাকা ঐ দালালচক্র হস্তগত করে। পরে ওরাই সুশান্তকে তার বাড়ী থেকে গাড়ীতে বহরমপুর সৈনিক বোর্ড অফিসে নিয়ে এসে কাজে যোগদানের যাবতীয় ব্যবস্থা করে। এই দালালচক্রে তেঘরী রামপুরার জনৈক বিশ্বনাথ মন্ডলও আছে বলে খবর। এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে সরকারী পর্যায়ে জরুরী তদন্ত প্রয়োজন।

বিবেক কুঞ্জ ..... (১ পাতার পর)

পুকুরের সামনে মঞ্চ তৈরী হলে যাতায়াতের অসুবিধা হবে। অন্যদিকে খবর – এলাকার মানুষের মতামত নিয়েই উপযুক্ত জায়গা ছেড়ে মঞ্চ তৈরীর কাজ চলছিল। খোলামেলা ২০X২৫ ফুটের একটি মঞ্চ, যাতে বছরের প্রায় সময়ই সেখানে নাটিকা, নৃত্যনাট্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নানা বিষয়ে বিতর্ক, সেমিনার চালু রেখে একটা সমাজ কল্যাণমূলক আবহ তৈরীর স্বপ্ন দেখেছিলেন উদ্যোক্তারা। পুর কর্তৃপক্ষ তাদের এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে দেড় লক্ষ টাকা দিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবও নিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভোট রাজনীতির সুযোগ নিতে কয়েকজন পল্লববাবুর হয়ে দালালি শুরু করায় নাগরিক মঞ্চের কিছু সক্রিয় কর্মী ঝামেলা এড়াতে নাগরিক মঞ্চে থাকতে চাইছেন না। এখন দেখা যাক কতদূর কি হয়।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

আবগারী ওসিসহ একজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ গত ৩০ মার্চ জঙ্গিপুর রেঞ্জের আবগারী ওসির দায়িত্বে থাকা সতীশ সিংহ এবং জঙ্গিপুর মহাবীরতলা এলাকার চোরাই মদ বিক্রেতা দেবু দাসকে গ্রেপ্তার করে। ঐদিন রাতে রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেস এলাকায় নিমাই দত্তের বাড়ীতেও পুলিশ ছাপা মারে। সঙ্গে ধৃত দেবুও ছিল। এর আগে নিমাই এর বাড়ী থেকে পুলিশ মদের লেবেল, শিশি, ছিপি ও প্রচুর পরিমাণ মদ আটক করেছিল। সরকারী আটক করা মাল বিক্রির অভিযোগে ওসিকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে খবর।

নাট্যম বলাকা ..... (১ পাতার পর)

পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ বিতরণ। শেষে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একাঙ্ক নাটক 'কাল বা পরশু' মঞ্চাভিনয়। আমন্ত্রণমূলক এই সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থিত শ্রোতা দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ–জঙ্গিপুর শহরে নাটক অভিনয়ের যে ধারা এক সময় ছিল বর্তমানে সেটা প্রায় লুপ্ত। যে কয়েকটি সংস্থা রঘুনাথগঞ্জে এখনও নাটক প্রদর্শন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা কলকাতা থেকে এই পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদে প্রেরণা পাবেন বলে নাট্যমোদী মহলের ধারণা।

কলেজের বেনিয়ম ..... (১ পাতার পর)

ঘামায়নি। বর্তমানে কলেজের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণ দেখিয়ে আগামী আর্থিক বছর থেকে ক্যাজুয়াল কর্মীদের বাতিল করা হবে বলে গভঃ বডি সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত নাকি কার্যকরী হয়নি। অন্যদিকে কলেজে নিযুক্ত অস্থায়ী শিক্ষকরা পরীক্ষার সময় ক্লাস বন্ধ থাকায় তাঁদের বসিয়ে দেয়া হত। এবার ঐ নিয়ম বাতিল করে পার্ট টাইমার লেকচারারদের দিয়ে পরীক্ষার ডিউটি চালু রাখা হয়েছে। এই সুযোগ নিচ্ছেন কয়েকজন অধ্যাপক অনুপস্থিত থেকে বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে গভঃ বডির সদস্য বিকাশ নন্দ জানান – ক্যাজুয়াল কর্মীদের বাতিলের সিদ্ধান্ত আমরা নিলেও লোকসভা নির্বাচনের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক নিতে পাচ্ছি না, তাই মে মাস পর্যন্ত এদের রাখা হচ্ছে।

কর্মী সভায় ..... (১ পাতার পর)

প্রমুখ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। প্রায় ২৫০০ মানুষের ভিড়ে সেখানে তেঘরী মহালদারপাড়ার প্রায় ১৫০ কংগ্রেস সমর্থক গোলাব হোসেনের নেতৃত্বে , তেঘরী থেকে অসিত ঘোষ ও মিঠু ঘোষের নেতৃত্বে প্রায় ৪০ জন সিপিএম সমর্থক এবং তেঘরী থেকে উদয় সাহার নেতৃত্বে প্রায় ৮০ জন সিপিএম থেকে তৃণমূলে যোগ দেন। এ খবর দেন ঐ অঞ্চলের তৃণমূলের সক্রিয় সদস্য সমীর রায়।

হারিয়ে গেছে

আমার মা বিমলা ঘোষের নামে বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বাড়ালা শাখায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার সার্টিফিকেট (R/P A/c No. 5063140000088 dt. 3.11.06) খরিদ করা হয়। যার ম্যাচুরিটি ডেট ছিল ৩/১১/০৯। এর মধ্যে ২৮/৮/২০১১ আমার মা মারা যান। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই টাকা মা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন। টাকার উত্তরাধিকারীদের নাম ব্যাঙ্কে উল্লেখ নাই। সকলের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলাম।

সকল অংশীদারের পক্ষে
স্বপন ঘোষ, বাড়ালা

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।